উদ্ভাবন-সংক্রান্ত বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৮-১৯

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ
সেতু বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

Instagram
bangladeshbridgeauthority

INNOVATION

উদ্ভাবন-সংক্রান্ত বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৮-১৯

উদ্ভাবন-সংক্রান্ত বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৮-১৯

মুদ্রণকাল
১৫ জুন ২০১৯

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ
সেতু বিভাগ
সেতু ভবন, বনানী, ঢাকা
কর্তৃক প্রকাশিত এবং
সর্বস্বত্ব © সংরক্ষিত

:: ই-সার্ভিস ::

পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্তদের অতিরিক্ত নগদ সহায়তা প্রদান

পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের অতিরিক্ত নগদ সহায়তা (অনুদান) প্রদান সেবাটি ২০১৭-১৮ অর্থবছরে সহজিকরণ করা হয়।

অধিগ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের মাধ্যমে আইনানুগ ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়। এছাড়া, পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের Resettlement Action Plan (RAP) -এর আওতায় অতিরিক্ত নগদ সহায়তা (additional grant) প্রদান করা হয়। অধিগ্রহণের ক্ষতিপূরণ পাওয়ার পর ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের অতিরিক্ত নগদ সহায়তা পাওয়ার জন্য ১০টি ডকুমেন্টসহ সশরীরে সাইট অফিসে উপস্থিত হয়ে আবেদন করতে হয়। পরবর্তীতে আবেদনের ক্রম অনুযায়ী রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা, ন্যূনতম ১৫টি আবেদন সংগ্রহ করা, আইনানুগ নগদ ক্ষতিপূরণ (Cash Compensation by law CCL) গ্রহণের সনদ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে জমা হওয়া এবং সত্যায়ন প্রক্রিয়া শেষে ক্ষতিগ্রস্তদের সংশ্লিষ্ট সাইট অফিস থেকে অতিরিক্ত নগদ সহায়তার চেক প্রদানে প্রায় ৪০ দিন সময় প্রয়োজন হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের ব্যস্ততা থাকলে এই সময় আরও প্রলম্বিত হয়।

এই সেবাটি সহজিকরণের জন্য প্রক্রিয়ার কিছু ধাপ কমিয়ে ফেলা হয়েছে। বর্তমানে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের জমির আইনানুগ ক্ষতিপূরণ (CCL) প্রদানের পরপরই এর একটি scanned কপি ই-মেইলের মাধ্যমে পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্প কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা হয়। একই সাথে ক্ষতিপূরণ গ্রহণকারীকে অতিরিক্ত নগদ সহায়তা প্রাপ্তির আবেদনের সাথে যেসব ডকুমেন্ট দাখিল করতে হবে তার একটি তালিকা/চেকলিস্ট দেয়া হয়। আবেদনকারী চেকলিস্ট অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টসহ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সাইট অফিসে আবেদন করেন।

এই আবেদন ই-মেইলের মাধ্যমে প্রাপ্ত সিসিএল-এর সঙ্গে মিলিয়ে যাচাই-বাছাই করে সঠিক পাওয়া গেলে অতিরিক্ত নগদ সহায়তার চেক প্রদান করা হয়। পূর্বে এই নগদ সহায়তা পাওয়ার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে প্রায় ৭ বার বিভিন্ন অফিসে যাতায়াত করতে হতো; এতে তার গড়ে ১৫০০ টাকার মতো ব্যয় হতো আর সময়ও লাগতো প্রায় ৪০ দিন। কিন্তু সহজিকৃত পদ্ধতিতে মাত্র ৩ বার যাতায়াত করে এবং মাত্র ৩০০ টাকা ব্যয়ে মাত্র গড়ে ১০ দিনের মধ্যেই ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি অতিরিক্ত নগদ সহায়তা (অনুদান) পেয়ে যাচ্ছেন।

সেবা গ্রহীতার জন্য প্রক্রিয়াটি অধিকতর সহজ করার লক্ষ্যে এই অতিরিক্ত নগদ সহায়তা প্রদান সেবাটি চলতি অর্থবছরে ই-সেবায় রূপান্তর করা হয়েছে। এজন্য একটি বিশেষ software বা system ডেভেলপ করা হয়েছে। যেহেতু এই সিস্টেমের মাধ্যমে অর্থ প্রদানের বিষয়টি জড়িত তাই এর নিরাপত্তার বিষয়টি সতর্কভাবে ডিজাইন করা হয়েছে। এই সিস্টেমটি যেভাবে কাজ করবে:

১। জেলা প্রশাসকের কার্যালয় (ভূমি অধিগ্রহণ শাখা) হতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির অনুকূলে Cash Compensation by Law (CCL) ইস্যুর সাথে সাথেই ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা (এলএও) মূল সিসিএল-টি স্ক্যান করে অতিরিক্ত নগদ সহায়তা প্রদানের জন্য প্রস্তুতকৃত সিস্টেমে আপলোড করবেন যাতে করে সিসিএল-এর যথার্থতা নিশ্চিত করা যায়।

২। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি সিসিএলসহ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প হতে অতিরিক্ত নগদ সহায়তা প্রদানের নিমিত্ত স্থাপিত সার্ভিস বুথ হতে অন-লাইনে আবেদন করতে পারবেন। সার্ভিস বুথে সহায়তা প্রদানের জন্য একজন সহকারী বা কম্পিউটার অপারেটর থাকবে। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি পূর্বে সরবরাহকৃত চেকলিস্ট (আবেদনের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে এমন সকল ডকুমেন্টের তালিকা) অনুযায়ী সকল ডকুমেন্ট সার্ভিস বুথে জমা দিবেন। অন-লাইন আবেদনের সঙ্গে প্রয়োজনীয় সকল ডকুমেন্ট সংযুক্ত করতে হবে। সফলভাবে আবেদন দাখিলের পর ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা আবেদনকারী তার মোবাইল নম্বরে একটি এসএমএস পাবেন।

এই আবেদন ই-মেইলের মাধ্যমে প্রাপ্ত সিসিএল-এর সঙ্গে মিলিয়ে যাচাই-বাছাই করে সঠিক পাওয়া গেলে অতিরিক্ত নগদ সহায়তার চেক প্রদান করা হয়। পূর্বে এই নগদ সহায়তা পাওয়ার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে প্রায় ৭ বার বিভিন্ন অফিসে যাতায়াত করতে হতো; এতে তার গড়ে ১৫০০ টাকার মতো ব্যয় হতো আর সময়ও লাগতো প্রায় ৪০ দিন। কিন্তু সহজিকৃত পদ্ধতিতে মাত্র ৩ বার যাতায়াত করে এবং মাত্র ৩০০ টাকা ব্যয়ে মাত্র গড়ে ১০ দিনের মধ্যেই ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি অতিরিক্ত নগদ সহায়তা (অনুদান) পেয়ে যাচ্ছেন।

সেবা গ্রহীতার জন্য প্রক্রিয়াটি অধিকতর সহজ করার লক্ষ্যে এই অতিরিক্ত নগদ সহায়তা প্রদান সেবাটি চলতি অর্থবছরে ই-সেবায় রূপান্তর করা হয়েছে। এজন্য একটি বিশেষ software বা system ডেভেলপ করা হয়েছে। যেহেতু এই সিস্টেমের মাধ্যমে অর্থ প্রদানের বিষয়টি জড়িত তাই এর নিরাপত্তার বিষয়টি সতর্কভাবে ডিজাইন করা হয়েছে। এই সিস্টেমটি যেভাবে কাজ করবে:

১। জেলা প্রশাসকের কার্যালয় (ভূমি অধিগ্রহণ শাখা) হতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির অনুকূলে Cash Compensation by Law (CCL) ইস্যুর সাথে সাথেই ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা (এলএও) মূল সিসিএল-টি স্ক্যান করে অতিরিক্ত নগদ সহায়তা প্রদানের জন্য প্রস্তুতকৃত সিস্টেমে আপলোড করবেন যাতে করে সিসিএল-এর যথার্থতা নিশ্চিত করা যায়।

২। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি সিসিএলসহ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প হতে অতিরিক্ত নগদ সহায়তা প্রদানের নিমিত্ত স্থাপিত সার্ভিস বুথ হতে অন-লাইনে আবেদন করতে পারবেন। সার্ভিস বুথে সহায়তা প্রদানের জন্য একজন সহকারী বা কম্পিউটার অপারেটর থাকবে। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি পূর্বে সরবরাহকৃত চেকলিস্ট (আবেদনের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে এমন সকল ডকুমেন্টের তালিকা) অনুযায়ী সকল ডকুমেন্ট সার্ভিস বুথে জমা দিবেন। অন-লাইন আবেদনের সঙ্গে প্রয়োজনীয় সকল ডকুমেন্ট সংযুক্ত করতে হবে। সফলভাবে আবেদন দাখিলের পর ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা আবেদনকারী তার মোবাইল নম্বরে একটি এসএমএস পাবেন।

কাগজপত্র দাখিলের প্রমাণস্বরূপ তাকে একটি রশিদও প্রদান করা হবে।

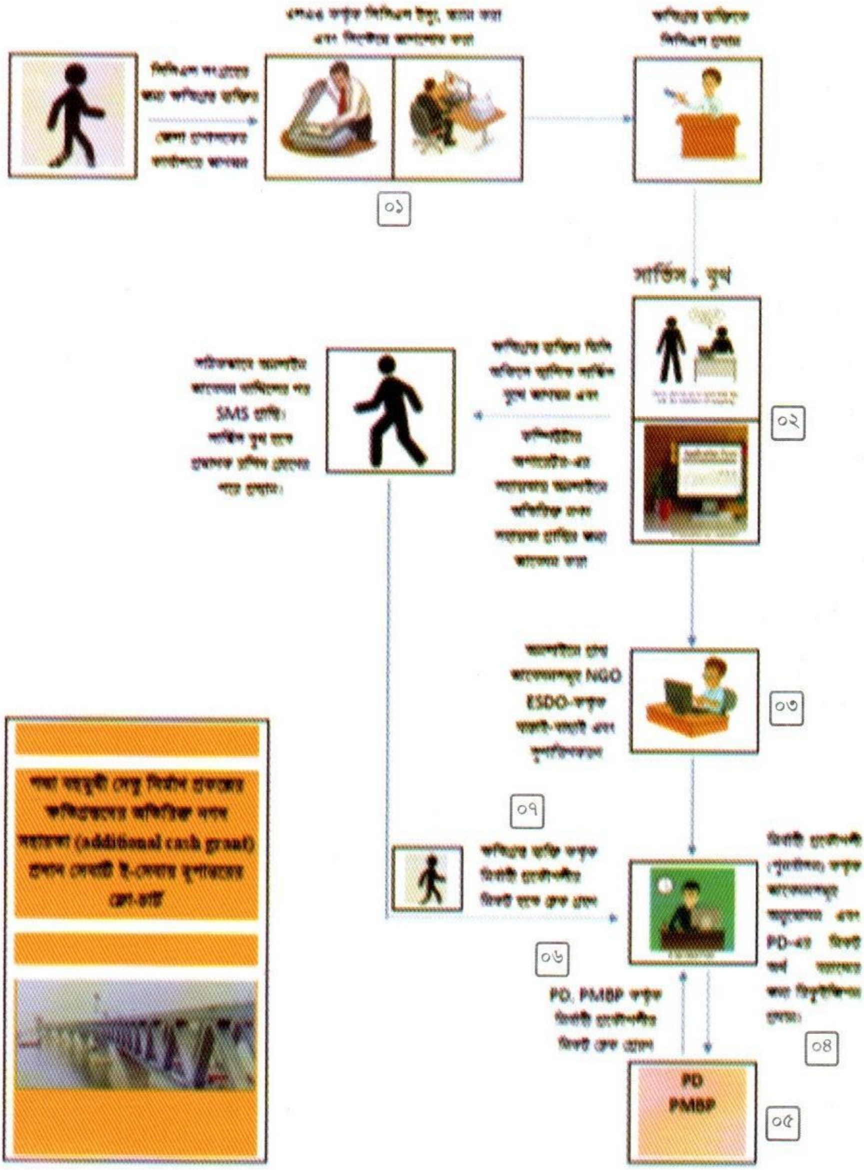

৩। প্রতিটি আবেদন পৃথক কেইস আকারে তৈরী করা হবে এবং কেইস সমূহ ক্ষতিগ্রস্তদের অতিরিক্ত নগদ সহায়তা প্রদানের নিমিত্ত পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প হতে নিযুক্ত এনজিও ইএসডিও-এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের সিস্টেম ইনবক্সে জমা হবে।

৪। ইএসডিও-এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ সিস্টেমের মাধ্যমে প্রাপ্ত কেইস সমূহ আইন ও বিধি অনুযায়ী যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে এগুলোর যথার্থতা প্রতিপাদন (verify) করবেন। কেইসগুলোর যথার্থতা নিশ্চিতরূপে যাচাইঅন্তে সঠিক পাওয়া গেলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সুপারিশসহ পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্পের দায়িত্বপ্রাপ্ত নির্বাহী প্রকৌশলীর নিকট প্রেরণ করবেন। জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে স্থাপিত সার্ভিস বুথ হতে প্রাপ্ত হার্ডকপিসমূহ ইএসডিও প্রয়োজনীয় যাচাই অন্তে কেইস নম্বর অনুযায়ী সংরক্ষণ করবে।

৫। নির্বাহী প্রকৌশলী সিস্টেমের মাধ্যমে ইএসডিও-এর নিকট হতে প্রাপ্ত কেইসসমূহ যথাযথ প্রক্রিয়ায় পরীক্ষা করবেন। যাচাইঅন্তে অনুমোদিত হলে তিনি অতিরিক্ত নগদ সহায়তা বাবদ অর্থ বরাদ্দের জন্য প্রকল্প পরিচালকের নিকট সিস্টেমের মাধ্যমে রিক্যুইজিশন দিবেন।

৬। প্রকল্প পরিচালক বিদ্যমান নিয়ম অনুযায়ী ব্যাংকের নিকট ক্ষতিগ্রস্তদের অতিরিক্ত নগদ সহায়তা পরিশোধের জন্য চেক প্রেরণ করবেন। চেক ইস্যুর অব্যবহিত পরে সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীগণ অতিরিক্ত নগদ সহায়তা প্রাপ্তির বিষয়ে একটি অবহিতকরণ এসএমএস পাবেন।

৭। এসএমএস প্রাপ্তির পর ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি তার নামে ইস্যুকৃত চেক নির্বাহী প্রকৌশলীর নিকট হতে সংগ্রহ করবেন।

ডিজিটাল স্ক্রিনের মাধ্যমে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যক্রম প্রচার

সেতু বিভাগাধীন সংস্থা বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্পসহ বিভিন্ন মেগা প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ চলমান রয়েছে। ভবনের মূল প্রবেশপথে স্থাপিত ডিজিটাল স্ক্রিনে এসকল প্রকল্পের চলমান কার্যক্রমের ভিডিওচিত্র প্রচারের মাধ্যমে জনসাধারণকে এই দপ্তরের কাজ সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে। ডিজিটাল স্ক্রিনটি এমনভাবে স্থাপন করা হয়েছে যাতে পথচারীগণ চলাচলের পথেই এসব ভিডিও চিত্র দেখতে পারেন।

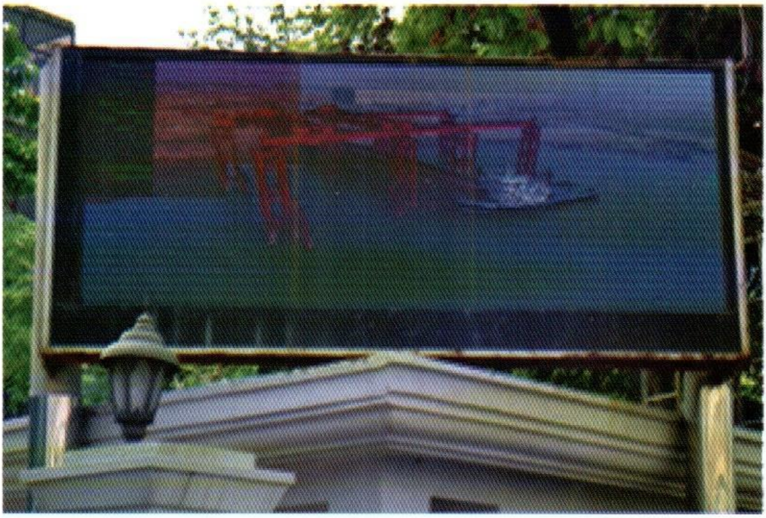

সেতু ভবনে দিক নির্দেশনামূলক এবং তথ্য সংবলিত ডিজিটাল বোর্ড স্থাপন

সেতু ভবনে সেতু বিভাগ, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ এবং পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্পসহ বিভিন্ন প্রকল্পের অফিস রয়েছে। আগত দর্শনার্থীগণ যে কর্মকর্তার সাক্ষাৎপ্রার্থী তিনি কোন তলায় বা কোন কক্ষে বসেন তা যাতে সহজেই খুঁজে পেতে পারেন সে জন্য ভবনের নিচতলার অভ্যর্থনা কক্ষে একটি দিক- নির্দেশনামূলক এবং তথ্য সংবলিত ডিজিটাল বোর্ড স্থাপন করা হয়েছে। এই বোর্ডে সেতু ভবনস্থ বিভিন্ন অফিসের কর্মকর্তাদের নামের তালিকা, পদবী, কত তলায় অবস্থান এবং কক্ষ নম্বর সুনির্দিষ্টভাবে প্রদর্শন করা হচ্ছে। ফলে দর্শনার্থীগণ সহজেই প্রয়োজনীয় কর্মকর্তার কক্ষটি খুঁজে পাবেন।

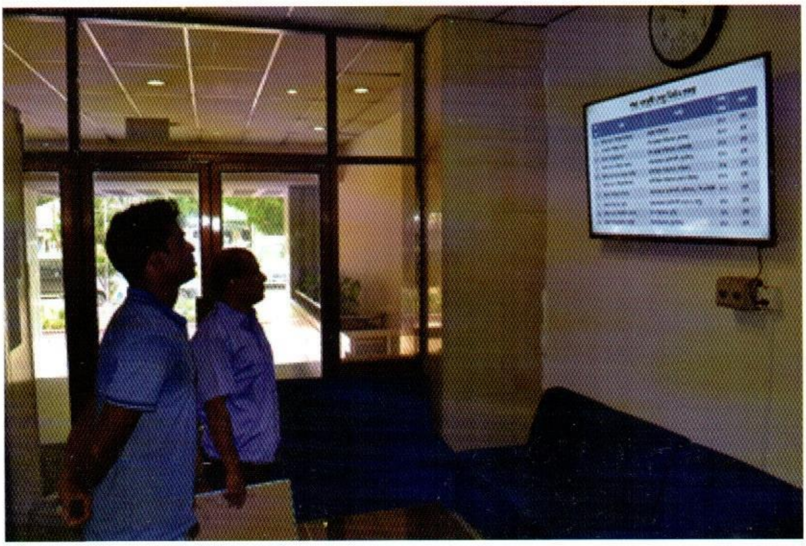

:: ইনোভেশন শোকেসিং ::

উদ্ভাবনী দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে সহজ ও দ্রুত মানসম্পন্ন জনবান্ধব নাগরিক সেবা প্রদানে সেতু বিভাগ ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। ০৬ মে ২০১৯ তারিখে সেতু বিভাগ এবং বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের যৌথ উদ্যোগে সেতু ভবনে 'ইনোভেশন শোকেসিং' এর আয়োজন করা হয়। সেতু বিভাগের চিফ ইনোভেশন অফিসার ও যুগ্মসচিব জনাব এস এম আলম এবং বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের ইনোভেশন অফিসার ও পরিচালক (প্রশাসন) জনাব এম. কায়সারুল ইসলাম শোকেসিং এর শুভ উদ্বোধন করেন।

ইনোভেশন শোকেসিং-এ সেতু বিভাগ এবং বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন ইনোভেশন উপস্থাপন করা হয়। এর মধ্যে রয়েছে Online Grievance Redress System (GRS), Electronic Access Control System, e-Recruitment System, Real-time Digital Toll Collection System of Bangabandhu and Mukterpur Bridge এবং অনলাইন মতামত পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা। এক্সিবিটরগণ এসকল উদ্ভাবন উৎসুক দর্শকদের নিকট উপস্থাপন ও ব্যাখ্যা করেন।

ই-রিক্রুটমেন্ট সিস্টেম (e-Recruitment System)

২০১৭-১৮ অর্থবছরের সবচেয়ে ফলপ্রসূ উদ্ভাবন হলো ই-রিক্রুটমেন্ট সিস্টেম। বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ এবং এর আওতাধীন বিভিন্ন প্রকল্পে নিয়মিত জনবল নিয়োগ করা হয়ে থাকে। এই সিস্টেমের মাধ্যমে নিয়োগ প্রক্রিয়াকরণ হওয়ায় আবেদনকারী এবং নিয়োগ প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ উভয়েই সুবিধা পাচ্ছে। আবেদনকারীগণ এই সিস্টেমে সরাসরি লগ-ইন করে আবেদন করতে পারছেন। এতে করে পৃথকভাবে কাগজে বা হার্ডকপিতে আবেদন করার প্রয়োজন হচ্ছে না। ফলে পোস্টাল বা কুরিয়ার চার্জ যেমন সাশ্রয় হচ্ছে তেমনি সরাসরি অফিসে এসে আবেদন জমা দেয়ার জন্য সময় ও অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে না। পরীক্ষার প্রবেশপত্রের জন্যও অপেক্ষা করতে হচ্ছে না। আবেদনকারী সরাসরি প্রবেশপত্র ডাউনলোড করে নিতে পারছেন।

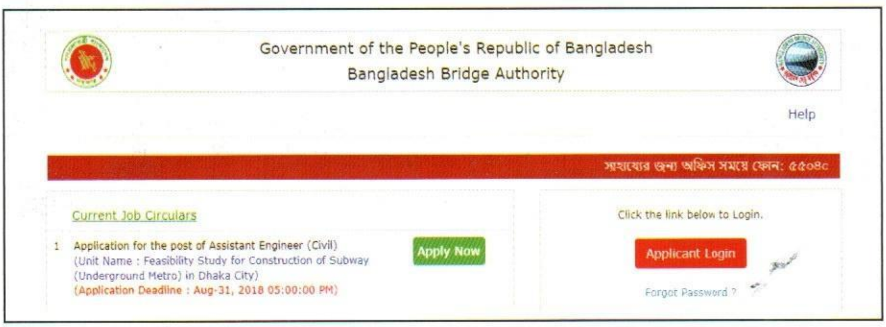

অন্যদিকে আবেদন যাচাই-বাছাই এবং প্রক্রিয়াকরণের জন্য নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের যে সময় ও জনবলের প্রয়োজন হতো তা আর প্রয়োজন হচ্ছে না। ই-রিক্রুটমেন্ট সিস্টেম ব্যবহারের ফলে অনেক কম সময়েই নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে।

Government of the People's Republic of Bangladesh
Bangladesh Bridge Authority

Home

Fields marked with * are mandatory
National ID or Birth Registration No. are any of them is required or both is required.

Unit Name : Feasibility Study for Construction of Subway (Underground Metro) in Dhaka City

Name of the Post : Assistant Engineer (Civil)

Applicant's Name *

Father's Name *

Mother's Name *

Quota: Select

Date of Birth *: Day / Month / Year

Gender *: Male / Female / Others

Nationality *: Bangladeshi — Religion: Islam

National ID: National ID

Birth Registration: Birth Registration No

Passport No: Yes / No

Marital Status *: Married / Single

Home District *: Select

Present Address

District *: --Select District-- — Address*

Thana/Upazila: --Select Thana-- — Post Code

Permanent Address — Same as Present Address

District *: --Select District-- — Address *

Thana/Upazila*: --Select Thana-- — Post Code

Mobile * — Confirm Mobile *

Email

S.S.C or Equivalent Level

Examination*: Select One — Result*: Select

Board *: Select One — Roll

Group/Subject*: Select One — Passing Year*

H.S.C or Equivalent Level

Examination*: Select One — Result*: Select

Board *: Select One — Roll

Group/Subject*: Select One — Passing Year*

Graduation or Equivalent Level

Examination*: Select One — Result*: Select

Subject/Degree*: Select One — Passing Year*

University*: Select One — Duration (Years)

Masters or Equivalent Level — If applicable

Instructions for Photo and Signature : Max Size 50KB. Photo Dimension : 300X300 px. Signature Dimension : 300X80 px. Only JPEG/PNG are allowed.

Picture*: Choose File — No file chosen

Signature*: Choose File — No file chosen

Image Resize Tool

Captcha *: 6PdxkD

(Are you human, or spambot?)

The above information is correct and I would like to go to the next step.

© 2017 BBA, www.bba.gov.bd All Rights Reserved

সেতু বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

নদীমাতৃক বাংলাদেশে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সুষ্ঠু ও সমন্বিত যাতায়াত ব্যবস্থা গড়ে তোলার বিকল্প নেই। এই বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করেই বৃহৎ সেতু, এক্সপ্রেসওয়ে, টানেল ইত্যাদি নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার দায়িত্ব দিয়ে ২০০৮ সালের ৩১ মার্চ তৎকালীন যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অধীনে সেতু বিভাগ নামে আলাদা একটি বিভাগ সৃষ্টি করা হয়। ঢাকার বনানীস্থ সেতু ভবনে এর কার্যালয় অবস্থিত। বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ সেতু বিভাগের অধীনস্থ বাস্তবায়নকারী সংস্থা।

ভিশনঃ

দেশব্যাপী নিরবচ্ছিন্ন সড়ক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক।

মিশনঃ

১৫০০ মিটার ও তদূর্ধ্ব দৈর্ঘ্যের সেতু, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, টানেল ইত্যাদি নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে সর্বসাধারণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহঃ

১. সমন্বিত ও নিরবচ্ছিন্ন সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণে সহায়তা করা;
২. সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা দ্রুততরকরণে সহায়তা করা ও
৩. প্রধান শহরগুলোর যানজট হ্রাসকরণে সহায়তা করা।

বিভাগের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলীঃ

• ১৫০০ মিটার বা তদূর্ধ্ব দৈর্ঘ্যের সেতু, ফ্লাইওভার, টানেল, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, লিংক রোড ইত্যাদি নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ, নির্মাণ/বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন;
• বৃহৎ সেতু ও অন্যান্য অবকাঠামো পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ;
• বৃহৎ সেতু এবং অন্যান্য অবকাঠামোর নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকার ব্যবস্থাপনা।

সেতু বিভাগ এবং এর অধীনস্থ সংস্থা বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের সকল উদ্ভাবনী কর্মকান্ডও মূলতঃ এসকল কার্যাবলীকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। সেতু বিভাগ ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের ২০১৭-১৮ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য উদ্ভাবনী কার্যক্রমসমূহ এই পুস্তিকায় সঙ্কলিত করা হলো।

Online Toll Collection System of Bangabandhu Bridge

যমুনা নদীর উপর নির্মিত বাংলাদেশের দীর্ঘতম বঙ্গবন্ধু সেতুর অনলাইন টোল কালেকশন সিস্টেমটি মূলত ৬ষ্ঠ বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী (মুক্তারপুর) সেতুর Real-time Digital Toll Collection System -এর রেপিকেশন। এই ব্যবস্থায় যানবাহন সেতু পারাপারের জন্য টোল প্লাজায় উপস্থিত হলে প্রথমে যানবাহনের রেজিস্ট্রেশন নম্বরটি সিস্টেমে এন্ট্রি দেয়া হয়। এই সিস্টেমটি সরাসরি বিআরটিএ-এর database-এর সাথে সংযুক্ত থাকায় যানবাহনটির প্রকৃত শ্রেণীসহ বিস্তারিত তথ্য সিস্টেমে প্রদর্শিত হয়। সিস্টেমে প্রদর্শিত শ্রেণী এবং তথ্য অনুযায়ী যানবাহনটির টোল হার নির্ধারিত হয় এবং সে অনুযায়ী টোল আদায় করা হয়। টোল পরিশোধিত হলে সিস্টেম স্বয়ংক্রিয়ভাবেই সম্মুখের প্রতিবন্ধকটি সরিয়ে যানবাহনটিকে সেতু পারাপারের জন্য যেতে দেয়। সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হতে মাত্র ১০-১২ সেকেন্ড সময় প্রয়োজন হয়। পরিশোধিত টোলের পরিমাণসহ টোল আদায় সংক্রান্ত সকল তথ্য সিস্টেমে সংরক্ষিত হয়। টোলের অর্থ নির্দিষ্ট ব্যাংকে জমা করা হয়। টোল আদায়ের মোট পরিমাণ, কোন শ্রেণীর যানবাহন হতে কি পরিমাণ টোল আদায় হয়েছে ইত্যাদি তথ্য তাৎক্ষণিকভাবে সিস্টেমে প্রদর্শিত হয়।

টোল আদায় প্রক্রিয়া, টোলের অর্থ জমা সংক্রান্ত সকল তথ্য, টোল প্লাজা এলাকার ভিডিও চিত্র বনানীস্থ বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের সদর দপ্তর হতে VPN-এর মাধ্যমে সরাসরি মনিটর করা হয়।

ইতোপূর্বে ইজারাদারের মাধ্যমে ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে টোল আদায়কালে যানবাহনের প্রকৃত শ্রেণী, টোলের প্রকৃত পরিমাণ ইত্যাদি নিয়ে ইজারাদারের সাথে সেতু ব্যবহারকারীর প্রায়শই বিতর্কের সৃষ্টি হতো। এতে যেমন টোল আদায় কার্যক্রমে বিঘ্ন ঘটতো তেমনি সেবা গ্রহীতাদেরও সময়ের অপচয় হতো। তাছাড়া, ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে টোল আদায়েও অপেক্ষাকৃত বেশী সময় প্রয়োজন হতো। বর্তমান সিস্টেম ব্যবহারের ফলে যেমনঃ Toll transaction-এ সময় কম লাগছে, তেমনি টোল আদায় কার্যক্রমও সুষ্ঠুভাবে এবং স্বচ্ছতার সাথে সম্পন্ন হচ্ছে। ফলে সেবাদাতা এবং সেবা গ্রহীতা উভয়েই উপকৃত হচ্ছে। তাছাড়া, সরাসরি বিআরটিএ-এর ডাটাবেইজের তথ্য ব্যবহার করায় যানবাহনের প্রকৃত শ্রেণী নিয়ে বিতর্কেরও কোন অবকাশ থাকছে না।

উৎসে আয়কর ও ভ্যাট পরিশোধের প্রত্যয়নপত্র অনলাইনে প্রদান

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিভিন্ন ঠিকাদার বা সেবা প্রদানকারীর অনুকূলে পরিশোধিত বিল হতে বিধি অনুযায়ী উৎসে আয়কর ও ভ্যাট কর্তন করা হয়। উক্ত আয়কর ও ভ্যাট চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়ে থাকে। আয়কর ও ভ্যাট পরিশোধের প্রমাণ স্বরূপ ঠিকাদার বা সেবা প্রদানকারীকে প্রত্যয়নপত্র প্রদান করা হয়। এই প্রত্যয়নপত্র সংগ্রহের জন্য তাদের একাধিকবার অফিসে আসতে হয়। একাধিকবার অফিসে যাতায়াত করতে তাদের সময় ও অর্থ ব্যয় হয়।

ঠিকাদার বা সেবা প্রদানকারীগণ যাতে সহজেই এই সেবা পেতে পারেন সেজন্য ERP Software ব্যবহার করা হচ্ছে। এই সফটওয়্যারের দ্বারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রত্যয়নপত্র প্রস্তুত করে ই-মেইলের মাধ্যমে সরাসরি ঠিকাদার বা সেবা প্রদানকারীর নিকট প্রেরণ করা হয়। এই ব্যবস্থার ফলে তাদের অর্থ ও সময় ব্যয় করে প্রত্যয়নপত্র সংগ্রহের জন্য অফিসে আসতে হচ্ছে না।

দর্শনার্থীদের অনলাইন মতামত পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা

সেবা প্রদানসহ দপ্তরের সামগ্রিক মান উন্নয়ন একটি বিরামহীন ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। সেবা প্রদানের মান উন্নয়নের জন্য সেবাপ্রার্থীদের মতামত ও পরিবর্তিত প্রয়োজন সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা অপরিহার্য। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সেবাপ্রার্থীদের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির বিষয়গুলো যথাযথ কর্তৃপক্ষকে জানানোর প্রক্রিয়া সময়সাপেক্ষ। বিষয়টিকে সহজ করার জন্য সেতু ভবনে একটি অনলাইন মতামত পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা সংযোজন করা হয়েছে। সেতু ভবন থেকে প্রস্থানের সময় একজন সেবাপ্রার্থী বা দর্শনার্থী সেতু ভবনে তার অভিজ্ঞতার বিষয়টি কর্তৃপক্ষকে খুব সহজেই জানাতে পারেন।

সেবাপ্রার্থী/দর্শনার্থীদের অভিজ্ঞতা জানার জন্য অনলাইন মতামত পরিবীক্ষণ ব্যবস্থার টাচ-স্ক্রিনে Smiley/Emoticon এর ৫-point Likert Scale ব্যবহার করা হয়েছে। ট্যাবের টাচ-স্ক্রিনে টাচ করে একজন সেবাপ্রার্থী তার মতামত জানাতে পারেন। সেবাপ্রার্থী যদি সেবায় সন্তুষ্ট না হন সে ক্ষেত্রে তার অসন্তুষ্টির কারণ উল্লেখ করতে পারেন। এছাড়া, যে কোন প্রকার মন্তব্য ও পরামর্শ প্রদান করার সুযোগও রয়েছে। অনলাইন মতামত পরিবীক্ষণ ব্যবস্থাটি দেশি-বিদেশী সকলের জন্য ব্যবহার্য করার লক্ষ্যে বাংলা ও ইংরেজি উভয় প্রকার ইন্টারফেস রাখা হয়েছে। এই সফটওয়্যারের ব্যাকএন্ডের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষ সেবাপ্রার্থীদের সন্তুষ্টির মাত্রা পরিবীক্ষণ করতে পারছে। ফলে পরিবীক্ষণ ব্যবস্থাটি সেবাদাতাদের আরও তৎপর হতে উদ্বুদ্ধ করছে।

ফাইল ট্র্যাকিং সিস্টেম

জনসাধারণকে সেবা প্রদানের জন্য বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ সর্বদা সচেষ্ট থাকেন। তবে অনেক সময় নথিপত্র সঠিক ডেস্কে সঠিক সময়ে পৌঁছায় না। ফলে অনাকাঙ্খিত বিলম্ব ঘটে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে ফাইল misplaced হয়। তখন ফাইলটি খুঁজতে গিয়েও সময়ের অপচয় হয়।

ইলেকট্রনিক এ্যাক্সেস কন্ট্রোল সিস্টেম (Electronic Access Control System)

নিউ এয়ারপোর্ট রোডের সেতু ভবনে অবস্থিত সেতু বিভাগ, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ এবং এর অধীনস্থ বিভিন্ন প্রকল্প অফিসের নিরাপত্তাকল্পে এই ভবনের প্রবেশ পথে Electronic Access Control System স্থাপন করা হয়েছে। সেতু ভবনস্থ বিভিন্ন অফিসে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের Smart ID Card প্রদান করা হয়েছে। এই আইডি কার্ড ব্যবহার করেই তারা ভবনে প্রবেশ করে থাকেন। কার্ডের পরিবর্তে পাসওয়ার্ড ব্যবহারেরও সুযোগ রয়েছে। তাছাড়া, এই ব্যবস্থায় biometric পদ্ধতিতে finger print ব্যবহার করেও সেতু ভবনে প্রবেশের অপশন রয়েছে। দর্শনার্থীগণ রিসেপশন হতে সরবরাহকৃত ভিজিটরস্ কার্ড ব্যবহার করে ভিতরে প্রবেশ করতে পারেন। Electronic Access Control System প্রবর্তনের ফলে এই ভবনে কর্মরত এমপ্লয়িজ এবং আগত দর্শনার্থীদের (যাদের মধ্যে বিদেশী নাগরিকও রয়েছেন) নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে। নিরাপত্তার পাশাপাশি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নির্ধারিত সময়ে অফিসে উপস্থিতির বিষয়টিও মনিটর করা সম্ভব হচ্ছে।

কিক্-অফ মিটিং

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের প্রশাসন উইং-এ কর্ম দিবসের শুরুতে (সকাল ০৯:১০ মি. - ০৯:২০ বা নিকটবর্তী সময়ে) সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা এবং key-staff-দের নিয়ে 'কিক্-অফ মিটিং'এর প্রবর্তন করা হয়েছে। এই সভায় দিনের কর্মসূচীর prioritization-এর মাধ্যমে কাজের গতি বৃদ্ধি করা সম্ভব হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট সকলে এই সভায় উপস্থিত থাকায় সমন্বয়ও বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং অগ্রাধিকার তালিকাভুক্ত কার্যসমূহ সহজে ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে।

অনলাইন প্রবেশ পাশ

সেতু বিভাগ, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ এবং এর অধীনস্থ বিভিন্ন প্রকল্প অফিসে দর্শনার্থীদের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ এবং নিরাপত্তার স্বার্থে online entry pass ইস্যুর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই ব্যবস্থায় অনুমোদিত কর্মকর্তাগণ দাপ্তরিক বা ব্যক্তিগত প্রয়োজনে সেতু ভবনে আগমনেচ্ছু ব্যক্তিদের নামে অনলাইন পাশ ইস্যু করে থাকেন।

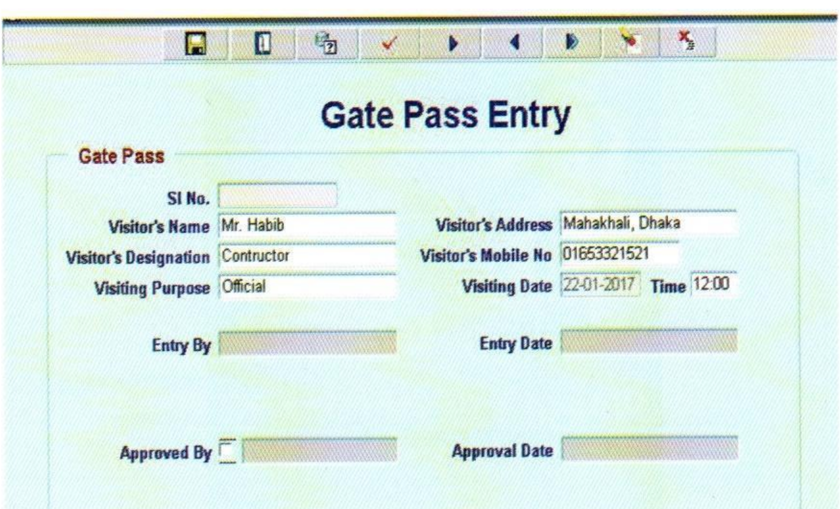

ইস্যুকৃত পাশ অনলাইনে সেতু ভবনের রিসেপশনে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মচারীদের কাছে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পৌঁছে যায়। এই পাশ যাচাই করে দর্শনার্থীদের ভিতরে প্রবেশ করতে দেয়া হয়। অন-লাইনে পাশ ইস্যুর ব্যবস্থা হওয়ায় কর্মকর্তাগণ খুব সহজেই ও দ্রুততার সাথে পাশ ইস্যু করতে পারছেন। এই পাশ রিসেপশনে পৌঁছানোর জন্য কোন বাহকের প্রয়োজন হচ্ছে না। এই ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে দর্শনার্থীদের সেতু ভবনে প্রবেশের ক্ষেত্রে শৃঙ্খলাও বৃদ্ধি পেয়েছে।

সচেতনতামূলক পোস্টার

লিফটের পরিবর্তে সিঁড়ির ব্যবহারকে উৎসাহিত করতে "Burn Calories, Not Electricity" স্লোগানসহ একটি পোস্টার মুদ্রণ করা হয়েছে। লিফটের পরিবর্তে সিঁড়ির ব্যবহার যেমন বিদ্যুৎ সাশ্রয় করে তেমনি কায়িক পরিশ্রম শরীরকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে। বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী হওয়ায় এই অভ্যাস পরোক্ষভাবে পরিবেশ বান্ধবও বটে।

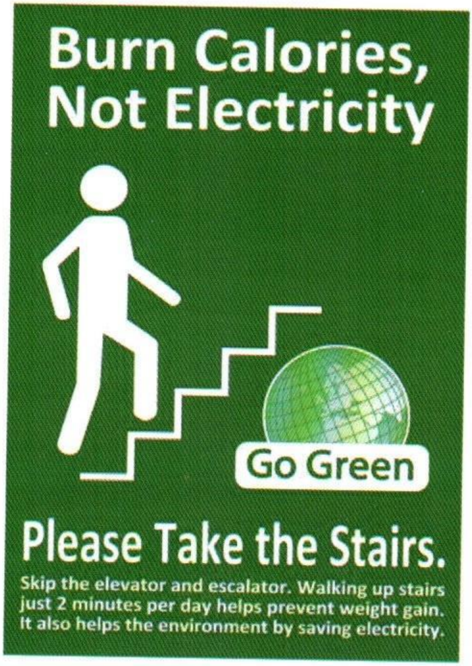

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা

সেবা প্রত্যাশী জনসাধারণ যাতে সহজেই তাদের অভিযোগ বা মতামত সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানাতে পারে এজন্য সেতু বিভাগ এবং এর অধীনস্থ সংস্থা বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইটে Grievance Redress System (GRS) সংযোজন করা হয়েছে। জনসাধারণ অনলাইনে খুব সহজেই এর মাধ্যমে তাদের অভিযোগ/ মতামত/ পরামর্শ জানাতে পারছে।

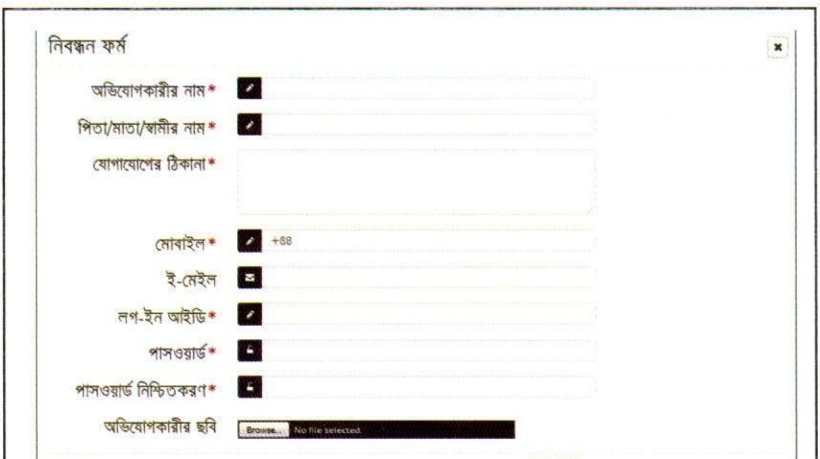

ব্যবহারকারী এই সিস্টেমে লগ-ইন করে রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে তার অভিযোগ বা পরামর্শ জানাতে পারবেন। রেজিস্ট্রেশনের সময় ই-মেইল এ্যাড্রেস বা মোবাইল ফোন নম্বর দিয়ে থাকলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তার ই-মেইল এ্যাড্রেস এবং মোবাইল ফোনে সফলভাবে অভিযোগ/পরামর্শ দাখিল সংক্রান্ত একটি মেসেজ পৌঁছে যাবে। তেমনি পরবর্তীতে তার দাখিলকৃত অভিযোগ কর্তৃপক্ষের নিকট নিষ্পত্তির কোন পর্যায়ে রয়েছেন তাও দেখতে পারবেন। কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অভিযোগটি নিষ্পত্তি হওয়ার পর তিনি আরেকটি মেসেজ পাবেন।

শেয়ারড ফোল্ডার (Shared Folder)

বিভিন্ন ধরণের ডকুমেন্টের soft copy সহজে আদান-প্রদানের লক্ষ্যে সেতু বিভাগের LAN server-এ একটি share folder সৃজন করা হয়েছে। এই ফোল্ডারে বিভিন্ন উইং এর নামে পৃথক ফোল্ডার রয়েছে। প্রয়োজনীয় সকল ডকুমেন্ট এবং খসড়া এসব ফোল্ডারে প্রয়োজনানুসারে সংরক্ষণ করা হয়। কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ সহজেই তাদের প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট এই ফোল্ডারের মাধ্যমে শেয়ার করতে পারেন। নিয়মিত সভার নোটিশ, কার্যপত্র, কার্যবিবরণী, প্রতিবেদন এই ফোল্ডারের মাধ্যমে শেয়ার করা হয়। এতে কাগজ ও প্রিন্টিং এর কালি/টোনার সাশ্রয় হচ্ছে।

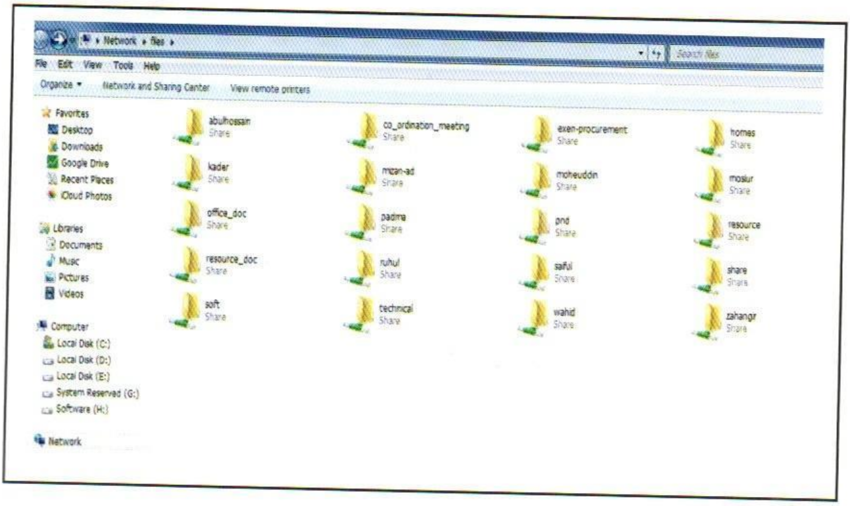

ইউজড্ পেপার রিসাইক্লিং বক্স

অনেক সময় আমরা কাগজের কেবলমাত্র একটি পৃষ্ঠাই ব্যবহার করে থাকি। ফলে অন্য পৃষ্ঠাটি অব্যবহৃত থেকে যায়। কাগজের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে সেতু বিভাগে 'ইউজ্ড পেপার রিসাইক্লিং বক্স' প্রবর্তন করা হয়েছে। কেবলমাত্র একটি পৃষ্ঠা ব্যবহার করা হয়েছে এমন কাগজগুলো এই বক্সে জমা রাখা হয়। খসড়া প্রিন্টিং এবং অন্যান্য কাজে এই বক্সের কাগজ ব্যবহার করা হয়। ব্যবহারের সুবিধার্থে সেতু ভবনের প্রতিটি ফ্লোরে central LAN printer এর কাছে এই 'ইউজ্ড পেপার রিসাইক্লিং বক্স' গুলো স্থাপন করা হয়েছে। এতে করে যেমন কাগজের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে তেমনি কাগজের ব্যবহারও হ্রাস পেয়েছে।

ডিজিটাল আর্কাইভ

ডিজিটাল আর্কাইভিং এর মাধ্যমে তথ্যাদি সংরক্ষণ করা হচ্ছে। বঙ্গবন্ধু সেতুর নির্মাণ কৌশল এবং বিভিন্ন ডকুমেন্ট ও তথ্যাদির সঙ্কলন নিয়ে একটি ডিজিটাল আর্কাইভ স্থাপন করা হয়েছে। পদ্মা সেতু নির্মাণ সংক্রান্ত অনুরূপ ডিজিটাল আর্কাইভ স্থাপনের কার্যক্রম চলমান আছে।

হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার

সেতু বিভাগ ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের তথ্য সংরক্ষণের জন্য একটি Human Resource Management Software রয়েছে। এতে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর তথ্য সংরক্ষিত রয়েছে। এই সফটওয়্যারের মাধ্যমে সহজেই কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের তথ্য পৃথকভাবে এবং রিপোর্ট আকারে পাওয়া যায়।

অফিস অটোমেশন

অফিস অটোমেশন এবং কাগজের ব্যবহার হ্রাসের উদ্যোগ হিসেবে সেতু বিভাগ এবং বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্তৃক Client Server - based Integrated System এর Accounting System, Provident Fund Management System, Payroll System, Store Management System, Vehicle Management System এবং Asset Management System মডিউল ব্যবহার করা হচ্ছে। ডিজিটাল পদ্ধতিতে তথ্য সংরক্ষণ করায় যেমন কাগজের ব্যবহার হ্রাস পেয়েছে, তেমনি সহজেই প্রয়োজনীয় তথ্য দ্রুত খুঁজে পাওয়া সম্ভব হচ্ছে।

আইডিয়া বক্স

সেতু বিভাগ এবং বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ যাতে নির্দ্বিধায় তাদের ইনোভেটিভ আইডিয়া কর্তৃপক্ষের সাথে শেয়ার করতে পারেন এজন্য সেতু ভবনের বিভিন্ন ফ্লোরে 'আইডিয়া বক্স' স্থাপন করা হয়েছে। কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ তাদের যে কোন আইডিয়া লিখে এই বক্সে ফেলতে পারেন। কর্তৃপক্ষ নির্দিষ্ট সময় পরপর এসব আইডিয়া বক্স থেকে সংগ্রহপূর্বক যাচাই-বাছাই করে 'ইনোভেশন কমিটি'র সভায় উপস্থাপন করে থাকে।

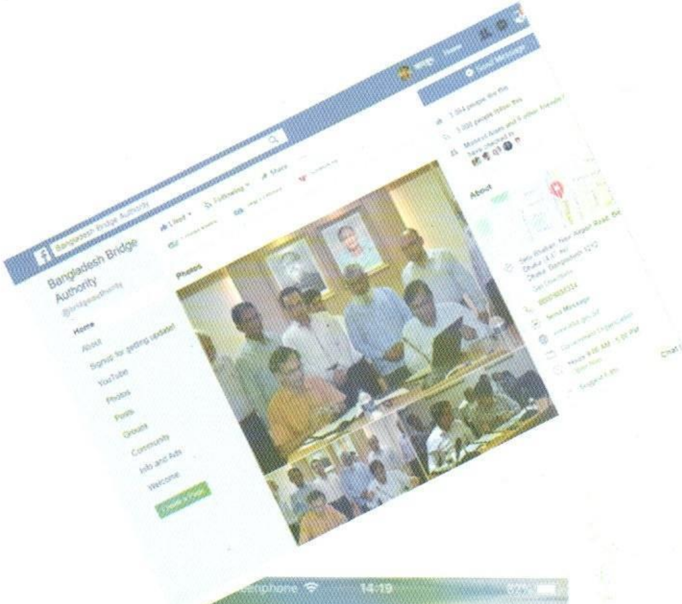
Bangladesh Bridge Authority
Home
About
YouTube
Photos
Posts
Groups
Community
Info and Ads
Welcome
Photos
About
Chat

14:19
Follow
BBA
@BBASocial
Dhaka, Bangladesh
bba.gov.bd
Joined October 2017
49 Following 0 Followers
Tweets
Tweets & replies
Media
Likes
BBA @BBASocial · 09/05/2018
সেতু বিভাগ ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষে সেবা গ্রহীতাদের মতামত পরিবীক্ষণ ব্যাবস্থা চালু করা হয়েছে।

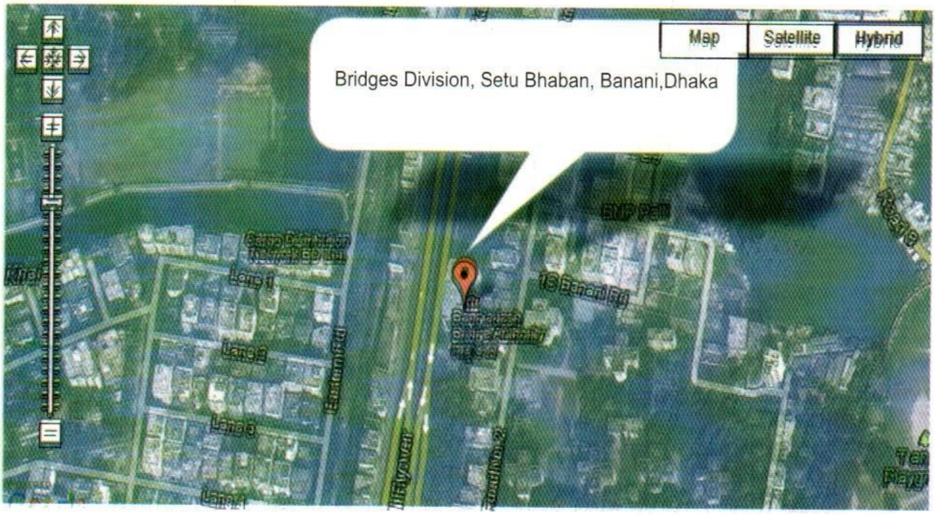

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ
সেতু বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সেতু ভবন
বনানী, ঢাকা - ১২১২
ফোন : ৫৫০৪০৩৩৩, ফ্যাক্স : ৫৫০৪০৪৪৪
www.bridgesdivision.gov.bd